যুগান্তর

তারিখ ...26-OCT 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

সেমিনারে বক্তারা

দেশের ৯০ ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই অবৈধ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের ৯০ ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই অবৈধ। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী সনদপত্রও কার্যকর নেই। এমনকি গত কয়েক বছরের বিসিএস পরীক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অবৈধ এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন উদ্যোগ নেই। বরং সরকারের এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অবৈধ প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সময় সুবিধা নিয়ে থাকেন। শনিবার বিকালে 'দেশের উচ্চ শিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারের মূল প্রবন্ধে এসব কথা বলা হয়। পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে আয়োজিত ওই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন তপন খান। সেমিনারের উদ্বোধন করেন জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ,

অবৈধ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

অবৈধ : দেশে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. রহিম বি তালুকদার, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার।

নতুনধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন ইউজিসি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলেও তাদের হাতে পরিচালনার কোন নীতিমালাই নেই। এমনকি কয়েকজন কর্মকর্তার কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ এখন পর্যন্ত পাস হচ্ছে না। এই অধ্যাদেশ পাস করার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে বলে তারা জানান।

বক্তারা বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে রাষ্ট্রপতির স্ত্রী অধ্যাপক আনোয়ারা বেগমকে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। তাকে পুঁজি করেই সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আউটার ক্যাম্পাস ছড়িয়ে পড়ছে। এজন্য দেশের ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই উচ্চশিক্ষাকে পণ্য করে ফেলেছে। তারা বলেন, ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সরকারের কোন মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকার কারণে এখন আর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ তারা মানছেন না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও কোন সার্ভিস রুল নেই। নেই কোন প্রফেশনাল সমিতি। ফলে শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষ ও মেধাহীন লোকদের আনাগোনা। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি বোর্ড ও ভাইস চ্যান্সেলরের মধ্যে দ্বন্দ্ব একটি সাধারণ ঘটনা বলেও তারা উল্লেখ করেন।